স্বভাবের স্বরলিপি

BANGLADARSHAN.COM

জয়িতা মিত্র

কোনো কোনো পরিচয়

কোনো কোনো পরিচয়
অশরীরী স্বপ্নের ঘ্রাণ নিয়ে আসে
নতুন আলোর ঘায়ে পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়
বুকের ভিতরে।

কার যেন উৎসুক মুখের আদল
শিমূলের বীজ ভাঙা আল্‌তো তুলোর মতো
ক্ষণিক বাতাসে উড়ে যায়।

গাঢ় রাতে কোনো পরিচয়
পূর্বস্মৃতির সুর দিয়ে যায় পরিচিত গানে

কোনো কোনো পরিচয়ে
ঈশ্বর সরাসরি হাত রাখে আত্মার গভীরে।

BANGLADARSHAN.COM

ভালো আছি

মাঝে মাঝে নির্জন হতে খুব ভালো লাগে
মাঝে মাঝে চলে যাওয়া খেয়ালী আগল খুলে
সন্ধ্যার বাতাসী বাগানে।
‘ভালো আছি, বড় ভালো আছি’
রক্তর নিষণ্ণ স্বাদে ভালোলাগা ভেসে আসে
বকুল হাওয়ায়।
দু-হাত বাড়ালে আজ হাতে আসে
অজস্র বাতাস।
শব্দের ছলনা নেই, রূপকের প্রগাঢ় আড়াল
আশ্চর্য রঙীন ফুলে, সবুজ পাতায় দেখি
অমলিন প্রভাতের বিশ্বস্ত উপমা
বুকের নিভৃতে দোলে মায়াবী জাহাজ
অলৌকিক সাইরেন দিয়ে যায় প্রসন্ন সঙ্কেত,
ভালো আছি, খু-ব ভালো আছি...।

BANGLADARSHAN.COM

বকুলঘ্রাণের কোনো গভীর প্রহরে

অবকাশ গড়ে নাও
দু-হাতের নিবিড় ইচ্ছায়
তারপরে চলে এসো এইখানে অনালোক পাতার আধাঁরে।
এখানে বকুল ঝরে অচঞ্চল রাত্রিদিন
সুখে গানে স্মৃতির বিষাদে।
এমনই সব সুখ সকালের সব ভালোবাসা
আরক্তিম ইচ্ছা আছে বুকের কৌটোয়
উদাসী হাওয়ার তোড়ে
কপাট খুলতে পারি দেখো
অবিরল স্মৃতিময় বকুলঘ্রাণের কোনো গভীর প্রহরে।

BANGLADARSHAN.COM

নিষিদ্ধ গোলাপ

অরক্ষিত বাগানের কুঁড়ি ছিঁড়ে নিতে লোভ হয়।

হাতদুটো একগুঁয়ে রুখতে পারি না,
কোথা হে নিপুণ মালী সামাল সামাল রব
এলোমেলো ছুঁড়ে দিতে দিতে

কখন হঠাৎ পায়ে দ্রুত বিঁধে গেল চোরকাঁটা।
প্রচ্ছন্ন বিরোধ দেখি ঘাসেদের অজস্র শিকড়ে।

ফাঁদ পেতে রেখে গেছ কে হে তুমি প্রাজ্ঞ মালিক?
আলতো হাওয়ায় ওড়ে
স্মৃতিময় ফুলের বিষাদ।

শ্লথ পায়ে হাতের আঙুলে
যাবতীয় ক্ষত নিয়ে থম্‌কিয়ে থামি,
বুকের গভীরে ফোটে নিষিদ্ধ গোলাপ।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টির গান

একে একে সব ক্ষত জুড়ে আসে
সময়ের পলি জমে অগোচরে
বুকের উপর।

ভূমিকম্প হয়েছিল কোনো এক প্রচণ্ড দুর্দিনে
শিউলী ঝরার গানে দুঃসহ অতীত মুখ ঢাকে।

বৃষ্টি আয়...বৃষ্টি আয়...
কোমল আকাশ হাতে নিয়ে

সব ধান মেপে দেব খেয়ালী কৌটোয়

সহজতা নিয়ে এসো দু চোখের নিষণ্ণ কাজলে
সময়ের পাখি গানে দিয়ে যায় বেপথু বিশ্বাস
বৃষ্টি এলো ঝেঁপে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম আষাঢ়

মনকেমনের গন্ধ কেতকীর বিষণ্ণ সবুজে
মূক ফ্রেমে স্থবির আকাশ।

ঘরের দেয়ালে
টিউবলাইটের জ্যোৎস্না পাণ্ডুর চোখে চেয়ে আছে

চিকন দোলনচাঁপা, গাঢ় নীল ফুলদানী
দুর্বিষহ দিন। প্রথম আষাঢ়ে
বিপ্রলব্ধ বেদনার ছায়া,
পাখি নেই।

রক্তির ইচ্ছার পদাবলী

আমি কোনো গোপন আঙুলে
অতর্কিত চোরকাঁটা রুখে দিয়ে
স্বপ্নে আনি প্রসন্ন সবুজ।

বাদামী বেলায় আর
এতোলবেতোল হাতে ঝরাপাতা কুড়িয়ে নেবো না
ভৌতিক বুড়ি ছুঁয়ে কানামাছি খেলা অবসিত।
অনিকেত মৌচাকে বুনো মধু জমেছে প্রচুর

এখন সমস্ত দিন রক্তিম ইচ্ছার পদাবলী
অতসীর মতো ফোটে হলুদ প্রহরে।
অলৌকিক অন্ধকার, মায়াবী আকাশ ছিঁড়েখুঁড়ে
বিপন্ন প্রহর শেষে সব ফুল ঢেলে দেব

কারুণিক ঈশ্বরের নামে।

BANGLADARSHAN.COM

পরাহত অনন্ত বিষাদ

আজকাল প্রায়শই এক
আশ্চর্য ঘরের স্বপ্ন দেখি
ঋজু যার প্রচ্ছন্ন দেয়াল, শঙ্খশুভ্র
স্মৃতিময় বেদনার নাম গন্ধহীন।

এলোমেলো চুনবালি খসে গিয়ে
কোথাও প্রস্ফুট নয় অবচেতনার
ভীরু কোনো প্রতিলিপি

দুর্বিষহ বিষাদের ভাঙাচোরা অর্থহীন ছাপ।

...বড়ো ক্লান্ত আছি
এখানে বুকের নিচে সুনীল বিষাদ
শব্দিত মুহূর্তগুলো অসম্ভব তীব্র, তীব্রতর
সমস্ত নিখিল জ্যোৎস্না জুড়ে
বেদনার অসহ প্রলেপ।

BANGLADARSHAN.COM

ম্লান চেতনায় সেই খোলা ঘর, স্বপ্ন প্রতিচ্ছবি
ঋজু যার প্রচ্ছন্ন দেয়ালে
পরাহত অনন্ত বিষাদ।

ফিরে আসবেই

দু-চোখের নিবিড় কাজলে
সুগোপন পাপ ঢেকে চুপিচুপি হাসো
ভালোবাসা বুঝি এই ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা
উজ্জ্বল প্রহরে?
আকাশটা ছুঁতে চাও খেয়ালী আঙুলে
পথ ভুলে অনায়াসে চলে যাও
সাবলীল পায়ে
আমার স্থাপিত মন কৃষ্ণচূড়ায় থরে থরে
ঢেকে দেবে পথের রূঢ়তা
অপূর্ণ কথার শেষে যতদূর যেতে পারো যাও
উদাস প্রহর ভরে বিকেল হারাও
পলাশের মোহ ঘ্রাণ মেখে নিও
মৌমাছি ডানায়
শ্লথ পায়ে তার পরে ফিরে যদি আসো
মূক হাসো বিবর্ণ চোখের তারায়

বিছিয়ে রেখেছি দ্যাখো দু-হাতের উধাও আগল
—কতদূরে এই;

স্থির জানি ফিরে আসবেই।

BANGLADARSHAN.COM

বাতাসিয়া রাখালের গান

কতো সহজেই শব্দিত কৌতুক ভাসে,
হাওয়ায় হাওয়ায় ঘসা খায়
তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে আরক্ত কপালে তোমার

সময়ের দ্রুত ক্ষণগুলি
হাল্‌কা ডানার ভরে উড়ে যায় পাখির মতন

ও-পারের কাশচরে রোদ ঝলকায়।

এ-রকম অর্থহীন বসে থাকা সময় মাপে না
হলুদ নির্জন জলে বিকেলের ছায়া কাঁপে
এরকম গোধূলিতে রাখালের ঘরে ফেরা সুর
বড়ই নিপুণ লাগে, বাতাসিয়া রাখালের গান।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার হলুদ মনে এরকম ঘরে ফেরা সুর
নির্জনতা আসে নাকি?
টুকরো টুকরো করো ঘন অবকাশ
প্রগল্‌ভ কথার আবেশে

এরকম ঘরে ফেরা সুর
তোমার নির্জন মনে কিরকম রাত নিয়ে আসে?

বিষণ্ণ মন্থর চোখে আকাশের তারা-গোনা রাত?

ক্লান্ত আছি

প্রগাঢ় পথ, ধূসর নদী, ক্লান্ত আছি
ক্লান্ত আছি স্বপ্নক্ষেতের ফসল বোনায়
আসবে কখন আনন্দিত মৌমাছিরা
সেই আশাতেই প্রতীক্ষিত চোখ রেখেছি
উধাও সবুজ ঘাসের জমির দূর কিনারে।

ক্লান্ত আমার বিকেলখানা জড়িয়ে থাকে
জড়িয়ে থাকে প্যাঁচার চোখের অন্ধকারে
গুমোট ঘরে বদ্ধ আমার সন্ত্রাসে প্রাণ

প্রয়োজনেই কাটল আমার সফল বেলা
স্বপ্ন বোনায় গড়িয়ে গেল দুঃস্থ দুপুর
অবকাশের অবিচ্ছেদে করুণ প্রহর
ভরবে কখন উচ্ছলতার ঝরণা গানে।

BANGLADARSHAN.COM

কখন হঠাৎ কোন সুবাদে উজান হাওয়ায়
স্বপ্নাভ-নীল মৌমাছিরা ইজল ঝাঁকে
আচম্বিতে ছাইবে আকাশ জমাট প্রহর
উছলে দেবে কোমল ডানার স্পর্শাঘাতে

অসীম খুশির ঝরবে হলুদ ক্লিন্ন মনে
ক্লান্ত আছি সফল দিনের ভালোবাসায়।

স্মৃতি শুধু থাক

কতদিন বল তো দেখি না তোমার ঘনিষ্ঠ ঘরে
আলোছায়া জানালার। মুখোমুখি টানা আসবাবে
অন্তরঙ্গ পরিহাস, মৃদু কণ্ঠস্বর।

এখন আমার পথ কি সহজে সাবলীল
পাশের দেয়ালে নেয় বাঁক
উচ্চকিত আবাহন মুখর উজ্জ্বল রোদে
কেন ভাসে আধোবোজা দরজা উধাও
অতিভাষ নয়, তবু থাক...।

কবে তুমি দিয়েছিলে একটি গোলাপ
পড়েও পড়ে না মনে
সবুজ বোঁটার মাঝে তীব্র লাল–গাঢ়তম পাপ

BANGLADARSHAN.COM

গন্ধ তার ভেসে গেছে বইয়ের গোপন ভাঁজে
সবুজ নির্যাস শুধু ওতপ্রোত অপ্রতিভ লাজে

বাকিটুকু যাক মুছে যাক
প্রেম নয়, মোহময় দারুণ অসুখ
সেই দুর্বিষহ স্মৃতি শুধু থাক।

বিভীষক ছায়ার আঁধারে

আজকাল বিভীষক ছায়ার আঁধারে
জটাজুট নাড়ে মহাকাল।
দাঁত নাড়ে, মুখ ভ্যাংচায়
ঠিক যেন কুটিল রাবণ।

মানুষ, মনুষ্যেতর কেউ নয় সুহৃদ, সুজন
বিশল্যকরণী বোঝা ঘাড়ে নেবে
সে আশা সুদূর।

আমি তাই অভাগা লক্ষ্মণ
একে একে নিরুপায় বুকে নিই রূঢ় শেলাঘাত।
ইদানিং অনুভূতি ভোঁতা
শব্দের বিদ্রূপও গায়ে বাজে না তেমন

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত শরীর জুড়ে
নির্বিকার বর্মে দেখি বয়স গড়ায় সাবলীল।

সন্মোহবলয়

ক্রমশই সরে যায় সযত্ন আগল ভেঙে
চলে যাই দূর...আরও দূরে।
সকালের গাছে আর আলোপাখি দেখি না চেয়েও
নিস্পৃহ আঙুলে আমি
একে একে সুগোপন চোরকাঁটা খুলি।

কোনো মুখ বলেছিল একাগ্রতা ভালো খুব
রক্তের ভিতরে, এমন একান্ত থাকা ভালো
মনে হ'ল সেও যেন স্বপ্নের ভিতরে
কোনো এক অশরীরী ম্লান
আমাকে ভাসিয়ে নেয় সময়ের বান।

তারও পরে একদিন ঝড় ওঠে
ধসে যায় প্রাচীন নিষেধ
নির্বিকার পায়ে হেঁটে যাই
একে একে খসে পড়ে সন্মোহবলয়।

BANGLADARSHAN.COM

একটি চিঠির পরে

একটি চিঠির পরে অনিবার্য এই বসে থাকা
এলোচুলে উদাস প্রহর
কেমন স্বপ্নের মতো নীল ঘুম, পদ্মবীজ
আধখোলা মুঠি।

আজ হবে নদী-উৎসব, নক্ষত্রের রাতে
পালক-ঝরানো খেলা
উন্মুখর বালিহাঁস ফেরী

...বৃষ্টি নও বৃষ্টি নও
তুমি যেন আধোছায়া কুয়াশার মাঠ
বিবর্ণ ম্লানিমা ঢেকে গেছে
অন্ধকার স্বাদু যেন ফলের মতন।

BANGLADARSHAN.COM

বিষণ্ণ ফুলের ঘ্রাণ আশরীর মেখে
অপলক চেয়ে থাকা অন্তহীন এই–

তুমি নাকি খুঁজে দেবে
আমার হারিয়ে যাওয়া বসন্ত দিনের চটি
সকালের বাদাম পাহাড়ে।

তবু দ্বিধা থেকে যায়

খোলা দরোজায় এসে তবু তার ফিরে চলে যাওয়া
দ্বিধা নিয়ে চোখের আলোয়।

...অথচ এমন বেলা
ব্যাকুল নির্জন দিনে সে তো তারই প্রতীক্ষায় ছিল
জানু পেতে বসে ছিল সমস্ত দুপুর
তার চোখে আত্মসমর্পণ
তার বুকে দুঃসহ শ্রাবণ।

তবু নারী ভীরু মন নিয়ে বারবার ফিরে চলে যায়
তার যাওয়া, অহেতুক ভয়
প্রখর কাঁটার মতো পায়ে ফোটে
পথের দুধারে জেগে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

এমন ভীরুতা অপমান
মনে জানে তবু তার দ্বিধা জেগে থাকে ভুরুর উপর
তার দ্বিধা সঙ্কেত তর্জনী তুলে
বসে থাকে রক্তের ভিতরে।
রূপসী রোদের ভিড়ে সমস্ত হৃদয় ধরে থরো থরো হাতে
ফিরে আসে

সমস্ত পথের শেষে
তবু দ্বিধা থেকে যায় মোহময় তারার আঁধারে।

তার বুকের মধ্যে

তার বুকের মধ্যে বসতবাটি
সামনে ধু-ধু ঘর
তার চোখের কালোয় পদ্মদিঘি
সম্মুখেতে চর

তার বুকের ভেতর কোমল বধূর
নিত্য আসা-যাওয়া
তার ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখেতে
ফুঁপিয়ে কাঁদে হাওয়া

তার বুকের মধ্যে বসতবাড়ি
সামনে ভাঙা কোটা
তার একটিমাত্র বিশ্বাসী জীব
বিশ্রী রোঁয়া ওঠা।

BANGLADARSHAN.COM

প্রত্যহিকী

জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে নীরক্ত প্রতিবেশী
প্রাত্যহিক জানালায় ছুঁড়ে দেয় কুশল আলাপ
‘ভালো তো আছেন?’ সে মুহূর্তে নিশ্চিত মনে হয়
বড় বেশী ভালো থাকা লজ্জাহীন, গূঢ়তম পাপ।

প্রত্যহ সংশয়ে দেখি জ্বলে ওঠে তুমুল সংসার
প্রণয়ের ছায়া নিভে অমসৃণ হাতের আঙুলে
কর্তব্য প্রখর শুধু, ব্যবধান কেবলই অপার
বেড়ে ওঠে অগোচরে বাতাসী প্রহর গেছি ভুলে।

কার কাছে মেলে ধরি অন্তরঙ্গ গোপন অসুখ
নিষিদ্ধ হাওয়ায় কাঁপে মুহ্যমান অসুখী সময়
বেবাক হারায় দেখি প্রিয়ফুল, প্রিয়তম মুখ
রূপসী শৈশবে ছায়া ফেলে রাখে অনর্থক ভয়।

BANGLADARSHAN.COM

তবু কোনো মাঝরাতে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেলে
সাবলীল পায়ে দেখি চলে যাচ্ছি আমি বহুদূর
শব্দের সিঁড়ি ভেঙে আমাকেই যেন পিষে ফেলে
কী সহজ চলে যাওয়া যেরকম বিষণ্ণ দুপুর
অশব্দিত ঢেউ ভাঙে সময়ের, বিশ্রব্ধ আকাশ
সযত্নে আঙুলে মোছে মূক ক্লান্তি গুরুতর ভার
প্রসন্ন অস্তিত্ব ছেয়ে স্পন্দ্যমান যাদুময় ঘাস
প্রতিবেশীহীন হাওয়া গড়ে দেয় মায়াবী সংসার।

খেলা ভেঙে দিলে

খেলা ভেঙে দিলে নিষ্ঠুরা হে যুবতী
প্রাঙ্গন-ধূলি নিস্পৃহ পায়ে মুছে
রাঙাসীমন্তে রক্ত আঁচল টানো,

অনালোক বেলা আমাকে নিবিড় বাঁধে
বিস্ময়ী ঘুমে নূতন চমকে দেখি
যাদু-হাতে ফের তুমিই সকাল আনো।

BANGLADARSHAN.COM

নিষিদ্ধ চৌকাঠ ১

বুকের মধ্যে জলবিছুটি
পেরিয়ে এসে কঠিন কাঁটার মাঠ
মাঝ-উঠোনে থম্‌কে দেখি
পায়ের কাছে নিষিদ্ধ চৌকাঠ।

BANGLADARSHAN.COM

নিষিদ্ধ চৌকাঠ ২

হঠাৎ দূরত্ব ভেঙে যায়
হাওয়ায় হাওয়ায় মায়াবী রুমাল ওড়ে
হাতের তালুতে দেখি সন্ধিমুদ্রা
আগ্রহী হাত;
খুলে দিয়ে ভোরের জানালা
মুখর শৈশব জাগে, জেগে ওঠে স্মৃতিচিত্রশালা
অবিশ্বাস্য যাদুময়তায়, তবুও কঠিন রাতে
অকস্মাৎ চোখের পাতায় নিগূঢ় নিঝুম
ব্যথাময় ঘুম ভেঙে দেখি
প্রতিবেশী হৃদয়ের কাছে যেতে অবিচল
নিষিদ্ধ চৌকাঠ।

মুছে যাক্ পদরেখা

মুছে যাক্ পদরেখা, মুছে দিক অভিমানী ঘাস
বনপুলকের ভিড়ে আমি আর ফিরে তাকাবো না
একদিন ভরেছিল নিভৃত চেনার অবকাশ
জেগেছিল মাঠ ভরে ফসলের আদিগন্ত সোনা।

শ্যামলতা নিয়ে বেলা কেটে যাক্ আজ অবেলায়
মুকুল ঝরার স্বাদে কাঁপে মৌমাছি মন
আঁচল উড়িয়ে দেবো ব্যথাতুর ফেরারী হাওয়ায়
শীত ও গ্রীষ্মের ঋতু মধ্যবর্তী হয়েছে এখন

মুছে যাক্ পদরেখা, মুছে দিক গাঢ়তম ঘাস
অভিমানে আমি জলে ফেলে দেব স্মৃতির শালুক
এখন দীর্ঘতা ঢাকে সময়ের মেঘলা আকাশ
বনেলা তিতির হয়ে অসহায় কাঁপে ভীরু বুক।

BANGLADARSHAN.COM

ফেরারী সে-সব দিন

ফলসাতলায় পুরোনো ঘাটের সিঁড়ি
শান্ত দুপুর মৃদু ছম্‌ছম্‌ বেলা
কিশোরীর প্রেমে ভীরুতার লাজ-হাসি

একটি ঘুঘুর আসা যাওয়া উদাসীন

মায়ের বাক্সে লক্ষ্মী ঝাঁপির কড়ি
ফুলতোলা কাঁথা নিপুণ পানের সাজ
ম্লান সন্ধ্যার নিঃঝুম লণ্ঠন

ফেরে না কি আর ফেরারী সে সব দিন?

BANGLADARSHAN.COM

অনুরাগী কেউ

অনুরাগী কেউ বলেছিল, ‘ভালোবাসি’
দুপুরিয়া সুরে শব্দিত কথকতা
পাতার নূপুরে ছল্‌কিয়ে ওঠে হাসি
ধু-ধু মাঠ জুড়ে স্বপ্ন অলোকলতা।

যারা এসেছিল পেরিয়ে দিনের সিঁড়ি
উজল খুশীর আকাশ মুঠিতে পুরে
অনালোক আজ শূন্য তাদের পিঁড়ি
মন কেমনের হাওয়া বয় রোদ্দুরে

দূরলীন পথ গহন দু চোখে আঁকা
বিস্ময়ে জাগে সীমন্তিনীর শাঁখা।

BANGLADARSHAN.COM

প্রজাপতিপনা

এ কেমন অনুভব, অর্থ আমি বুঝি না কিছুই
অবিশ্বাসী বাগানের তীব্রতর গন্ধময় জুঁই
প্রেম নাকি স্মৃতিদাহ? অতীত ফেরারী এক ছলে
আতুর তারার রাতে আমার যন্ত্রণা নিয়ে জ্বলে।

আমি তার সুখে নেই, নই তার দুঃখেরও শরিক
তার জানালার দিকে সান্ত্বনার শব্দরেখা ঠিক
সাবধানি পায়ে যেতে একদিন ঠিকানা হারায়
প্রখর অস্তিত্ব ঘিরে আছে কেউ তার পাহারায়

তবুও রাত্রির গন্ধে তার চিঠি কী রহস্যময়
মুহূর্তের অনুভবে তীব্রতম সুখ ও বিস্ময়
প্রবল নির্জন টানে ঢেউ হয়ে আমাকে ভাসায়
সকালের রোদ থেকে অনির্দেশ্য ম্লান কুয়াশায়

BANGLADARSHAN.COM

অস্থির চেতনা জুড়ে তাঁবু ফেলে অজস্র ভাবনা
এমন অন্বিষ্ট সুখ-এ শুধুই প্রজাপতিপনা?

ঐকান্তিক

অস্থির চেতনার বিষণ্ণ প্রয়াস ভালোবাসা
উধাও মনের সাধে এই বড়ো কাছাকাছি আসা
গভীর চাওয়ার সুর চোখের পাতায় ছেয়ে থাকে
চেনার সড়কে মন দ্রুত ছোটে অচেনার বাঁকে।

অথচ নিবিড় রাতে হঠাৎই ঘুম ভাঙা চোখে
বিবিক্ত নিজেকে দেখি নিঝুম বিষণ্ণ এক লোকে
সব দীপ-নেভা রাতে সুনিবিড় বেদনার ঢেউ
ঘিরে থাকে আমাকেই যখন কাছেতে নেই কেউ।

BANGLADARSHAN.COM

একদিন ফিরে দেবো

অগাধ নির্লিপ্ত ঠেলে
ফিরিয়ে দেবোই জেনো একদিন সমস্ত আঘাত
আহত অস্থির ভান বেশীক্ষণ নয়।

অস্ত্র শানিয়ে নিই বুকের ভিতর প্রাণপণে
নির্জর নির্মমতার
উষ্ণ ঘ্রাণ টেনে নিই রক্তের জোয়ারে
সময় আসন্ন হলে
জড়াগ্রস্ত হাতে দেখো ক্ষমাহীন প্রচণ্ড আঘাত

একদিন ফিরে দেবো সমস্ত কুটিল বঞ্চনা
যদিও এখন মুখ
দীর্ণ পাখা, বিষণ্ণ কোটরে।

BANGLADARSHAN.COM

এই বেহিসেব

কেন তোমার লুকোনো হাত
আর কোনো ফুল ছোঁবে?
গন্ধ খানিক ভাসিয়ে দেবে
হাওয়ার উপদ্রবে
এই বেহিসাব কেন
থাক্ না বিকেল নিটোল শান্ত জুঁই ফুলে এলানো।

এক সময়ে সমস্ত গান
দুপুর ঘিরেছিল
বুকের ভিতর উদ্বোধনী
বাতাস ফিরেছিল

এখন শুধু মৌনী সন্ধ্যা
শুক্‌নো বকুল মালা
এখন শুধু কাজল-রিক্ত
দু চোখ ভরে জ্বালা।

BANGLADARSHAN.COM

কথা ছিল

কতরকম কথা ছিল সকালবেলা
তর্জনীতে দারুণ শপথ, প্রসন্নতার
উঠোন ভরে ফুল ফোটানোর প্রতিশ্রুতি।

এখন দেখি মৌন দুপুর বেবাক গড়ায়
নিমের ফলে কান্না এত জানত বা কে
কাঠঠোক্‌রা নিপুণ ঠোঁটে ভাঙছে সময়
বুকের নিচে তুমুল ব্যথা উথাল-পাতাল
মাঝ-দুপুরে চোখের ছায়ায় সূর্য নেভে।

কথা ছিল অনেক রকম সকালবেলা
চাঁদের আবীর পলাশ ডালে ছড়িয়ে থাকার
শূন্য দাঁড়ে সবুজ টিয়া কলস্বরা
কথা ছিল, ভুল ভেঙে তার কথা রাখার।

BANGLADARSHAN.COM

প্রখর সুখের রোদে

প্রখর সুখের রোদে দাঁড়াতে আমার বড়ো ভয়
দুর্বিষহ দাহ তার, জ্বলে যায় সমস্ত আকাশ
সমস্ত পৃথিবী।’ মুহূর্তের বজ্রপাতে ফুল মাটি ঘাস
পোড়ে, শাণিত কটাক্ষে কারও অভিশাপ নামে মনে হয়

বরং প্রশান্ত দুঃখ হৃদয়ের খুব কাছাকাছি
সম্পদের মতো থাকে, আপন অস্তিত্বে সাবলীল
নিবিড় রাত্রির স্বাদে মন খোঁজে ছন্দ যতি মিল
একান্ত সম্বন্ধে বাঁধে বেদনার রক্তসূত্র গাছি।

সুখের উজ্জ্বল রোদে সুপ্রাচীন ছায়া ফেলে
তীব্র দুঃখ থাকুক অম্লান
গভীর বিষাদই দেখি বিশাল রোহিত হয়ে
ফিরে দেয় লুপ্ত অভিজ্ঞান।

BANGLADARSHAN.COM

একটি চিঠির প্রত্যাশা নিয়ে

একটি চিঠির প্রত্যাশা নিয়ে
অনিচ্ছুক এই সময় উজিয়ে
ম্লান ঘরে ফেরা,
তখন সবুজ বাগানের ঘাসে
বেলা বেড়ে গেছে, খুব চড়া রোদ
তবুও বুকের গভীরে সরোদ
জানালার পাশে
ফেরিওলা যায়, ফেরিওলা আসে
ভিন্‌দেশী এক য়ুক্যালিপ্‌টাসে
একমুঠো সাদা স্বপ্নের কুঁড়ি
উঁচু ডালে দোলে
ব্যগ্র দুহাতে দরোজাও খোলে;

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধ জানালা, গুমোট দুপুর
বন্দী সে ঘরে
প্রতিবেশী গাছে পাতার নূপুর
সেখানে বাজনা, তবু ঘরে ঢুকে আনাচে কানাচে
সেই চিঠি খোঁজা
বইয়ের শেল্‌ফে এলোমেলো খাটে
অসম্ভব ব্যাকুল আশাতে
দ্রুত চোখ বোজা

তারও পরে আরও গতানুগতিক
সন্ধ্যাও আসে
ম্লান, গূঢ় সেই ঘরের বাতাসে
বৃথা ভারী হয়

নিদ্রাবিহীন আরও এক বোবা অস্থির রাত।

এখনো তোমার চিঠি

এখনো তোমার ডাকে আমার অপেক্ষা কেঁপে যায়
ভারী রাতে ঘুমভাঙা বিপুল হাওয়ায়
ছিঁড়ে খুঁড়ে স্বপ্নের মশারি অলৌকিক ঋতু নামে।
সব ফেলে চলে যেতে পারি
আকাশ মুঠিতে নিয়ে, যদি ডাকো প্রিয় সম্বোধনে
হিমেল পাহাড়ী সন্ধ্যা, বাতাসিয়া পথ আছে মনে
রেশমের ঘন গুটি ঘিরে নেয় আমার গোপন
বিস্ময়ী ছুটির বেলা। আকাঙ্ক্ষিত ধন
হয়ে ফোটা সুখ হলুদ গোলাপ
তুলে দেবে কথা ছিল। সেই অপলাপ
ভীরুতার কতকথা আজো কেন আশ্চর্য হঠাৎ
জানালায়, এনে দেয় যন্ত্রণার রাত!

BANGLADARSHAN.COM

বিষণ্ণ উটের মতো ছায়াময় এক অন্ধকার
রক্তের গভীরে ফেরে। এখনো তোমার চিঠি
উৎস আমার কবিতার।

রোজনামচা

মশারিতে জ্বলে ওঠে রোদ
রোজই এক অস্থির সরোদ বেঁধে দেয় রেডিওর সুর
...রোজই এক বিপন্ন দুপুর

ক্লান্তিময় জিরাফের মতো
বিষণ্ণ চেতনা জুড়ে প্রতিদিন ম্লানতার ক্ষত
বেড়ে ওঠে, স্মৃতিময় যন্ত্রণার জ্বর।

এখন শীতার্ত রাত্রি হেমন্তের নিষ্প্রভ প্রহর।

তবু পাখি গায়
রডোড্রেনড্রনের পথে অবিশ্বাস্য স্বপ্নময়তায়
গাঢ় স্বরে ফেরারী অতীত
প্রিয়নাম ধরে ডাকে, ভেঙে যায় বিস্মরণী ভিত।

BANGLADARSHAN.COM

ভালো থাকা? বড়ো যন্ত্রণায়
অসহ্য অরূপ কষ্টে দিন কাটে, রাত কেটে যায়।

যে আঁধার আলোর অধিক

রাত্রির গাঢ়তা ছুঁতে তুমি শুধু অন্ধকারে
শরীরের ঘ্রাণ নিয়েছিলে
শীতার্ত-মাঠে চাঁদ বেড়ালের পিঠ যেন
জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল
দু-একটি ক্রিসেনথিমাম
শুনেছে তোমার স্বরে সে আমার প্রিয় ডাকনাম।
তখন বৃষ্টির মতো অজস্র শিশিরে
সময় বয়েছে ধীরে ধীরে।

ঘনছায়া একেশিয়া জুড়েছিল রাত্রির আকাশ
হঠাৎ পরীর মতো স্বপ্ন ছুঁয়েছিল যেন
বাগানের ঘাস
গাছে গাছে বর্ণময় পাতার সিম্ফনি
ভরেছিল দারুণ প্রহর
বাতাসে আকণ্ঠ মদ, মধ্যযামে নেশাগ্রস্ত
অলৌকিক জ্বর।

কোমলে কঠিন মেশা তোমার আঙুলগুলি
হয়েছিল কথা।
নীরবতাময় শুধু আমার দু চোখ
লজ্জায় আনন্দে বুঝি ঢেকেছিল ঘনতার পাতার ঝলক।

সে রাত্রে দুরন্ত বালিহাঁস
হঠাৎ দামাল স্বরে ঢেকেছিল আমূক আকাশ
যে আঁধার আলোরও অধিক

আমাদের মগ্ন সুখ সেদিন চিনেছে তাকে ঠিক।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যার গূঢ় মাঠে

সন্ধ্যার গূঢ় মাঠে হাওয়া বয়, মৃদু ছায়া কাঁপে
দু-একটি পাখি ওড়ে, চুপচাপ পাতাগুলি খসে
সামনের স্থির জলে চাঁদ ম্লান চোখে চেয়ে থাকে।
আরেকটু কাছে বোসো, নির্জন দূরত্বে বড়ো ভয় করে
এমন বেলায়, লোকহীন নীরবতা...
এতটুকু শব্দও বাজে না, কেবলই রক্তের মধ্যে ভয় করে।
এমন স্তব্ধতা তুমি সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে
সেরকম কথাই তো ছিল, কৃপণতা কেন তবে?

...এমনি সন্ধ্যার নদী দিনান্তের ফেরী
বড়ো সাধ ছিল স্বপ্নেরও ভিতরে
অথচ এখন এ কী ব্যাকুল নির্জন ঘাট
নৌকা নেই, চপলতা নেই।

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের মাঝখানে উষ্ণতায় স্থির এক
অলৌকিক তৃতীয় শরীরী!
চোখ ভেঙে বৃষ্টি নামে, অসহায় ঘাস ভিজে যায়।

অনেক খেলার পরে

অনেক খেলার পরে ক্লান্ত পায়ে মোছো রাঙাধুলি

সকাল মরেছে আর গাছের বয়স গেছে বেড়ে
পাতায় নির্বাক ম্লান কথা
পাখির ধূসর নীড়ে নির্মম শীতের নিরবতা
শুধু হা-হা করে;

আর রক্তে ফোটে যন্ত্রণার নীল পদ্মগুলি।

BANGLADARSHAN.COM

প্রিয় তারা, কপালের টিপ

আমি তার তীব্র অভিমান
সবটুকু মুছে নেবো ব্যাকুল চুম্বনে;
ঘনিষ্ঠ আঁচল দিয়ে সন্তর্পণে ঢেকে দেবো
দু-চোখের আহত বিষাদ।

তার বুনিপাখি,
উড়ে চলে গেছে বলে দূরের বাগানে
আমি সারাবেলা গূঢ় ফাঁদ রাখি।

...তারও পরে অন্ধকার বর্ষার আকাশে
যদি সে অস্থির চোখে
প্রিয় তারা খুঁজে নিতে চায়
আমি ফের মায়াবী-হাওয়ায়
নরম স্নেহের মতো হলুদ কপালে
তারাদের টিপ এঁকে নেবো।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রমর দেখোনি তুমি?

ভ্রমর দেখোনি তুমি সুনয়না?
দেখোনি কী নীলযার দুটি তীব্র ডানা মাখামাখি গাঢ় মধু বিষে
যে ভ্রমর নেমে আসে সুকোমল চাঁপায় শিরীষে
অপরূপ দুপুরেই তীব্রতম ইচ্ছায় আবিল!

চাতক দেখোনি তুমি? নিদ্রাবিহীন সারারাত
যে করুণতম স্বরে চায় শুধু পিপাসার জল
যে আশাবিহীন পাখি ভুলে গেছে জীবন সচ্ছল
যাকে ঘিরে কাঁপে রূঢ় জ্বালা, ক্রূর অভিসম্পাত

আকাঙ্ক্ষা অস্থির সেই মধুলোভী আমিই ভ্রমর
এবং পিপাসা ম্লান, মুহ্যমান চাতকেরই মতো
আমার অস্তিত্ব ঘিরে বিপন্ন মলিন কূট ক্ষত
কাঁপে, সে তোমারই নীল, সুনয়না, চোখের ভিতর।

BANGLADARSHAN.COM

ডাকলেই ফেরা যায়?

ডাকলেই ফিরে যাওয়া যায়?

মুহ্যমান পড়ে আছে বনভূমি জটিল বিষাদে।
শোকমগ্ন ঘরবাড়ী, প্রাচীন উঠোন আর
কচুরিপানায় ভরা ছলছল জল।
কখন বুকের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেছে
শৈশবের পাঠ।

আমার ইচ্ছের নদী প্লাবনের সঙ্গীত শুনেছে,
উদ্ধৃত কথার সাদা মঞ্জরী ঢেকেছে
আমার ঘন বনস্থলী।

বকের পালক হয়ে দিনগুলি অনায়াসে ঝরে।

অহমিকা-হীন স্বরে বারবার প্রতিধ্বনি বাজে
‘পরবাসী ঘরে ফিরে এসো।’

BANGLADARSHAN.COM

ডাকলেই ঘরে ফেরা যায়?

মুখর ক্ষণের চিত্রশালা

একটি নিটোল বৃত্ত গড়ে নেব ইচ্ছার আঙুলে
মুহূর্তের কাছে আমি ঋণী
বিশ্বাস স্থাপিত রাখি প্রতি অনুভবে।

নিস্পৃহ আলোর মাঠে বারবার বৃত্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
সাবলীল পায়ে হেঁটে যাই।
দু-হাত ছাপিয়ে তাই ক্ষণিকের ফুল ঝরে
হিরণ্য আলোয়

সাজিয়ে রেখেছি দ্যাখো
মমতা নামের প্লুত শ্যামল প্রদেশে

মুখর ক্ষণের চিত্রশালা।

BANGLADARSHAN.COM

রাধাচূড়া দিন ফুরিয়েছে, কৃষ্ণচূড়াও ঝরে গেলো

কিছুই বলার নেই, নতুন কথাও কিছু নয়
আমাদের নিজস্ব পথগুলি বিপরীতমুখী
অতীত পেরিয়ে আরও দূরে চলে গেছে।

ভ'রে উঠবেনা আর অন্তহীন কথার প্রলাপে
দুপুরের ক্লাশঘর। অলৌকিক ঘণ্টাগুলিআর
বেজে উঠবে না বুকের ভিতর।
রাধাচূড়া দিন ফুরিয়েছে, কৃষ্ণচূড়াও ঝরে গেলো
এখন মধ্যাহ্ন গ্রীষ্মে অভিমান, তাও আর নেই।

বলার মতন কিছু নেই, নতুন কথাও কিছু নয়
এরকমই হয়।
সান্ত্বনা-দেবারতি-অসিতা-সুস্মিতা মৌ
অথবা সোনালী
নিরর্থক নামাবলী ছিঁড়ে গেছে হঠাৎ কখন।
জানালার ঘসা কাচে মুছে আসে কিশোরীর
মুগ্ধ অবয়ব।

দূর দীর্ঘ অবকাশে, একদিন উদাসীন, ম্লান রাতে যদি
বেহিসেবী হাওয়া বয়, জ্যোৎস্নার মেদুর প্রশ্রয়ে
জেগে ওঠে ভোলা নাম চকিতে কখনো,
মন্থর অতীত-গন্ধ ঘননীল চিঠির কাগজে
ছুঁড়ে দেবো দায়হীন ঠিকানাবিহীন।

শব্দিত স্মৃতির সেই নীল কাগজের পাখি
হয়তো বা তোমাদের রোদ্দুরের দিকে উড়ে যাবে।

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতির শামুক

একদিন ঘুম তার কেড়ে নিল পঞ্চদশী চাঁদ
সারারাত জ্যাৎস্নার ফেনা
ভিজিয়ে দিয়েছে ঘর, আসবাব, মেঝের কঠিন।
নীল মশারীর রাগী ঢেউ ফুঁসে ওঠে
মাঝরাতে এই বড় ঘর বেশী অলৌকিক—এই মনে হয়

অথচ এ ঘর বড়ো পরিচিত প্রিয় ছিল তার
ফুলদানী জুড়ে দোলে উজ্জ্বল সুষমা
মানিপ্লান্ট কার্নিশে বেয়েছে
প্রিয় ফুলছাপ শাড়ী পর্দা হয়ে সেজেছে শোভন
ঘরের অভিধা এই জেনেছে সে নির্বিঘ্ন আবাস
তার বিশ্রামের ঘুম।

BANGLADARSHAN.COM

অকস্মাৎ চান্দ্রমাস লাগালো তুফান
দীর্ঘ জানালায় ভাসে মৃদুগন্ধ, মায়াবী আকাশ
হাত তুলে তাকে কূট সপ্তর্ষী দেখায়
অস্পষ্ট হাওয়ায় ভরে মধ্যরাত আর

পায়ে পায়ে হেঁটে আসে স্মৃতির শামুক।

আকিঞ্চন

অবসাদে ফেলে তাকে, নদী গেছে দূরে
মরুর আপন নয় সুধাবিন্দু, জল
শুধু পড়ে আছে খাত জীবন সম্বল
স্রোতের অভাবহেতু একেবারে ভিখারী হয়েছে।

শুধু উদাসীন নয়, শ্মশানবৈরাগ্য নেই তার
প্রাণপণে চায় আলো, জীবনের সহজ আহার
প্রার্থনীয় পরমায়ু জটিল, কঠিন মৃত্যু নয়
সেই ঘোরতর ভয় শুধু জেগে আছে
মজ্জায় ধরেছে ঘুণ, নিম, শাল, সেগুনের গাছে
নুড়িরও অসুখে।

যাক্ ভয় অশরীরী, নদী যত দূরে যায় যাক্
থাকুক আকাশ জুড়ে মেঘের প্রত্যাশা
বেঁচে থাক শীর্ণ স্রোতে ঘ্রাণে প্রাণে
মরুর অন্তরে
হয়তো বা একদিন দেখা দেবে কালেরই মন্তরে
গভীর বীজের এই হিমঘুম থেকে
সবুজ ঘাসের দল শিউরে দেখবে চোখ মেলে

বর্ষণমন্দ্রিত কোনো মেদুর আঁধারে
সে এসেছে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বগতোক্তি

একদিন চিঠি এল, সকালের রোদ কবে
ছায়া হয়ে পড়ে আছে ম্লান
আলুথালু গাছ, ছবি জানালায় হয়েছে জটিল
দু পাশে কাজের স্তূপ, ঘরের ভিতরে অন্ধকার
অন্ধকার শব্দ করে ফ্যানের হাওয়ায় শূন্যে ওড়ে...

বসে আছি, আধো তন্দ্রা জাগরণে তোমার সবুজ
চিঠিখানি হাতে ধরে, ঘুম ভাঙা স্বপ্নের ভিতর
বসে আছি। পাশাপাশি কলঘরে ঝরে যায় জল
নিস্পন্দ প্রহর ভাঙে, আধো চোখে মনে পড়ে ছবি
যখন বয়ঃসন্ধ ছুঁয়ে দিয়ে বলেছিল যাই–
ফিরে যাই, ছেড়ে চলে যাই–
আমার আশ্চর্য স্বপ্ন, স্মৃতির পালক খুলে রেখে।
আসবো না ফিরে আর দুঃখ নিয়ে ভিতরে
দেবো না সাপের কূট ফণা ধরে ছোবল প্রখর।
কখনো স্বপ্নের মধ্যে নামাবোনা ঈর্ষা জরজর
নীলপদ্ম, দূরে যাবো, বহুদূরে শুধু মূক ঘাসে
নেবানো তারার রাতে আমাদের ভালোবাসাবাসি
গোপন ছবির মতো চুপ করে শুয়ে শুয়ে
ক্লান্ত হবে আরও ক্লান্ত হবে

কাছাকাছি কোনোখানে বোবা এক গোপন নদীর
নিস্তরঙ্গ বুকে শুধু গড়াবে নিশ্চুপ সাদা জল।

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎ এমনই কোনো

হঠাৎ এমনই কোনো মেঘে ভরা কুহকী দুপুরে
শব্দহীন সিঁড়ি ভেঙে
কবিতার ভূত কাঁধে নামে।
অন্ধকার ঘরের আরামে
কোমল বালিশ নিয়ে বিছানায় হলুস্থূল করে
নিব ভাঙে কলমের, পাতা ছেঁড়ে
হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় প্রজাপতি খাতা
ভাবে, লেখে, কলমের ডগা কামড়িয়ে
গেলাস গেলাস জল খায়
কালি ছোঁড়ে দেয়ালে পবিত্র সাদায়
সবকিছু ছিঁড়ে খুঁড়ে অসম্ভব যন্ত্রণায়
কাগজের নীলে শেষে
পড়ে থাকে গুটিকয় শব্দের বিবশ শরীর।

BANGLADARSHAN.COM

অকস্মাৎ যুদ্ধ থামে, খুলে যায় দরজার খিল
বাইরে আকাশ স্থির, বৃষ্টিমোছা বিকেলের
অসম্ভব সুন্দর আকাশ
পড়ন্ত সূর্যের লাল আবিরের রক্তিম ক্যানভাসে

চেয়ে দেখি কী সহজে লেখা হয়
আশ্চর্য কবিতা।

দ্বিতীয় কবিতা

প্রণয়ীর মতো ভীরু আঙুলেতে নেয় সে কলম
নির্ভুল ঠিকানা লেখে, স্ট্যাম্প মারে যথাযথ
পরিশ্রমে তার।

কবিতা মোড়কবদ্ধ বহু যত্নে পরিপাটি সাজে
বিচারের রাজকক্ষে যায়।
উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা নিয়ে কবি বসে থাকে।

তারপর একদিন থরো থরো হীরের দুপুরে
ডাকের গোলোকধাঁধা ঘুরে
সর্বাঙ্গে কালির ছাপ, কলঙ্কের রেখা মুখে নিয়ে
ডাকপিওনের হাতে
অমনোনয়ন-দুঃস্থ স্থির ঠিকানায় ফিরে আসে।

BANGLADARSHAN.COM

সারাদিন অপমান-বিষে তার জ্বলে যায় বুক
চোখের পাতায় তার দুঃখ ন্যুয়ে থাকে,

তারও পরে অকস্মাৎ মধ্যরাতে বিষাদী ঝিনুকে
জন্ম নেয় দ্বিতীয় কবিতা।

পাতাঝরার গান

শীত শেষ হয়ে এলে খুলে যায় বিষণ্ণ জানালা
কুয়াশায় জাল ছিঁড়ে ঘন রোদ ক্ষীরের মতন
খোলা মাঠে পড়ে থাকে, কচি ঘাসে অমল সবুজে
দল বেঁধে বালিহাঁস উড়ে যায় দূরের জলাতে
...এবং এভাবে ঋতু পালটায় অমোঘ নিয়মে।

দিন যায়, দিন যায়, রাত বাড়ে আলো আসে কমে
গভীর মুখের রেখা এলোমেলো জড়ায় কখন
কখন চেনার ঘ্রাণ মুছে নেয় ডাকাত বাতাস
দিন গেলে ধীরে ধীরে একদিন চিঠি কমে আসে।

এভাবেই কখনো বা পরিচয় দুই মেরুবাসী
সে গেছে উত্তর মুখে, হাওয়া ফেরে গন্ধহীন বনে
রঙীন ঘুড়ির সুতো টলমল দামাল বাতাসে,
ভেসে ভেসে পাখি হয়ে উড়ে যায় কখন হঠাৎ।

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতির খঞ্জনী

পলাশ ফুরিয়ে এলে তীব্র রোদে জ্বলে ওঠে মাঠ,

তখনো বুকের মধ্যে ভেজানো কপাট খুলে
সে করুণ ডাকে,
দুপুরের ক্লান্ত ঘুমে আমি তাকে দেখি প্রতিদিন
সে একাকী, বড়ো সঙ্গীহীন
শরবিদ্ধ যন্ত্রণায় কাছে এসে হাতে হাত রাখে।

মুকুল ঝরেছে কবে, শালমঞ্জরীর ঘন ফুল
গাঢ় রাত করেছে ব্যাকুল
চাঁদের পাণ্ডুর আলো
ক্ষীয়মান পড়ে আছে সোনাঝুরি নিমের পাতায়
নিজ বাসভূমে এই পরবাসী কে রবে যে হায়
আজীবন দীর্ঘ পরবাস—শুধু হাহাকারে
ভরে ওঠে ধ্বনি
কেউ কেউ স্মৃতি নিয়ে আজীবন বাজায় খঞ্জনী।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি বিষয়ক

আমরা বৃষ্টি চেয়েছিলাম,

চৈত্রের শেষ বিকেলে একদিন
সমস্ত আকাশে কী গাম্ভীর্য!
এতটুকু হাওয়াও ছিল না,

অতিকায় গাছগুলি নিস্পন্দ নীরব–
শোকমগ্ন জটিল ডালপালার বিষাদ
ছড়িয়ে দিয়েছিল আমাদেরও মজ্জায় যেন,

বহুদূর পথহাঁটার রুক্ষ ক্লান্তি
আমাদের করুণ শরীর দিয়ে ঘসে তুলতে তুলতে

আমরা বৃষ্টি চেয়েছিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

এখন সেই অতি-প্রার্থিত বৃষ্টির প্রহরে বসে আছি
কৃষ্ণাভ সবুজ ছায়ার অরণ্যে
বিবর্ণ হয়ে এসেছে দিন।
সূর্যের সোনালী আলো
সবটুকু মুছে গেছে,
সমস্ত জগৎ জুড়ে ধূসর মেঘের ঘেরাটোপ
অবিচ্ছিন্ন, অবিরল বৃষ্টি সারাদিন।
এ বৃষ্টিই কী আমরা চেয়েছিলাম?
এই অঝোর-করুণ বৃষ্টি, আদি অন্তহীন
এই অসুখী বেলা?

জলমগ্ন ঘাসে সমস্ত পথের চিহ্ন মুছে গেছে
শালিকের ডানায় রঙ নেই
মাটির মধ্যে নেই জোর
মাঠের ঘোলা জলে, ছোট ছোট অজস্র ঢেউয়ে
শিকড়-উপড়ানো কয়েকটা শরগাছ
ভেসে গেল, অসহায়।

পৃথিবীর কোনো ফুলেই যেন আর গন্ধ নেই
গান নেই শূন্য-হৃদয়ে।
যেন যাবতীয় সুর মেঘে জলে ভিজে আজ
একাকার হয়ে গেছে।
অন্ধকার আকাশ
গাঢ় ছায়া ফেলে রেখেছে আমাদের আনন্দে
এমনকি, হতাশারও কোনো স্পষ্ট চেহারা
খুঁজে পাচ্ছি না। এই অলৌকিক মেঘলা কুয়াশায়।

বৃষ্টির একটানা শব্দ ঘুমপাড়ানী গানের মতো
সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে ক্রমশই।

হে অদৃশ্য সূর্য,
কোথায় তোমার সেই শাণিত উজ্জ্বল, দীর্ঘ রশ্মিগুলি,
যা অনায়াসে, এই জটিল দিনের জাল
ছিন্নভিন্ন করে দেবে?
তোমার তীব্র প্রখর তাপ
মাটি থেকে নিঃশেষে শুষে নিক্
রসের এই অসহ্য উচ্ছ্বাস
যা অস্পষ্ট
যা মলিন ও বিষণ্ন
তোমার স্পষ্ট আলোয় তার সব ঘোর
নির্মম ছিঁড়ে খুঁড়ে যাক।
সুস্থ ঝলমলে দিনের আলোয়
একবার শুক্‌নো মাটিতে পা রাখি

এই জলমগ্ন গম্ভীর অন্ধকারে ভরা
বিমর্ষ মলিন প্রহরে,
বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ফিরিয়ে নিয়ে
আমরা ব্যগ্র আবেগে
বোবা-আকাশের আমাদের নতুন প্রার্থনা ভাসিয়ে দিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

নষ্ট স্বপ্নে, নীল যন্ত্রণায়

প্রিয় ঘুম ছিঁড়ে গেলে আমি অপলোকে ঘোর
রাত্রির দিকে চেয়ে থাকি।

রাতগুলি বিভীষক, বিষণ্ন গম্ভীর ছবি
দেয়ালে এঁকেছে
নোনাধরা ছেঁড়া ক্যানভাসে
যেন তার সকরুণ মুখের আদল।

চারিদিকে সংসার ঘুমে অচেতন।

এই বোবা জেগে থাকা, নষ্ট স্বপ্নে, নীল যন্ত্রণায়
বুকভাঙা রাতের বাতাস-এর দায় কে বা নেবে?
অতর্কিতে রাজপথে শব্দের হাঙর ছুটে আসে।

নীল মশারির ওই অলৌকিক বিরুদ্ধতা
সরাতে পারি না বলে
অসহায় সারারাত জেগে বসে থাকি।

BANGLADARSHAN.COM

শব্দের বৃষ্টিতে স্নান

অনেক গভীর কথা সকালের ফুলের মতন
তোমার দু-চোখে ফুটে আছে।

বলেছ কখনও
দু-একটি সঙ্কেত বাক্যে, চাহনি বা ভুরুর ভঙ্গিতে।

আমি আরও কতদিন পিপাসিত দীর্ঘ দিবসের
গূঢ় ও আদিম গিঁট খুলে খুলে সময় খোয়াবো?

অনন্ত প্রতীক্ষা নিয়ে এই জানলায় বসে আছি।

চিঠি দাও, দাও চিঠি চাই বড়ো শব্দের স্নিগ্ধতা
সমস্ত দিনের কূট যন্ত্রণার শেষে
নামুক বৃষ্টির মত মাদকতাময় ধ্বনিগুলি
প্রান্তর ভাসুক–

BANGLADARSHAN.COM

কতদিন প্রিয়তম শব্দের বৃষ্টিতে স্নান সেরে নেব বলে
জেগে বসে আছি।

ক্ষতগুলি, ক্ষতগুলি ধুয়ে নিতে চাই সাবধানে।

এমন প্রয়াণই বুঝি কবিকে মানায়!

বড়ো শান্ত জনস্থান,
খোলা হাওয়া চপলতাহীন–
ভোরের শুরুতে আজ শেষ হল দিন।
দূর-কোপাইয়ের চর পার হয়ে
চলে গেছে ট্রেন
কবি বড়ো মগ্ন সুখে নিদ্রিত আছেন।

ফুল ওড়ে, ফুল নাচে
ঘুরে ঘুরে নামে শালফুল
যাওয়া না যাওয়ার দ্বন্দ্বে চুকে গেছে ভুল
নিবিড় জীবন-পাত্র ভরে ওঠে কানায় কানায়
এমন মৃত্যুই বুঝি কবিকে মানায়।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥